মহাপরিচালক এর দপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৬৪৬৬৫, ৯৫৫২১৯৪
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬৪৭৬৩
ওয়েবসাইট: www.bwdb.gov.bd

Office of the Director General
Bangladesh Water Development Board
WAPDA Building, Motijheel C/A, Dhaka.
Phone : 9564665, 9552194
Fax : 880-2-9564763
E-mail : dg@bwdb.gov.bd
dg.bwdb.bd@gmail.com

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে ডিপিএম পদ্ধতিতে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কাজসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি ঃ **মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।**

সভার তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ ।

সময় ঃ বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা।

স্থান ঃ বাপাউবো'র সম্মেলনকক্ষ, ওয়াপদা ভবন (৪র্থ তলা)।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা **পরিশিষ্ট- 'ক'** তে সন্নিবেশিত হলো।

২। আলোচনা ঃ

২.১। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে চীফ মনিটরিং, বাপাউবো ধারাবাহিকভাবে বাপাউবো'র জোন ভিত্তিক ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কাজসমূহের অগ্রগতির তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণকে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় প্রকল্পওয়ারী আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

২.২। **প্রকল্পের নাম ঃ**
ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন আওরঙ্গবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণমূলক কাজ প্রকল্প।

ভৌত অঙ্গসমূহ ঃ
নদী তীর সংরক্ষণ-৩.৫০ কিঃমিঃ
End termination works- উজানে ৪১৯মিঃ, ভাটিতে ৭৮.৫০মিঃ

কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ২৪/০৯/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ১৮৭৯৯.৯৯ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভের তারিখ ২৬/০৯/২০১৬ এবং সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১৮। এযাবত ৩৯৭৭.৯৩ লক্ষ টাকা বিল পরিশোধের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৩১.০০% সাধিত হয়েছে।

প্রকল্পের কাজ আরম্ভের পর ১৬ মাস সময় অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি প্রকল্পে প্রায় ২৫% সিসি ব্লক নির্মাণ এবং ৪০% জিওব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সভাকে জানান। বর্তমানে কাজের সাইটে 0.9 FM এর কম গুণাবলিসম্পন্ন বালি আনার কারণে এবং সাইটে আনয়নকৃত জিওব্যাগের গুনগত মানের Test result বুয়েট থেকে না পাওয়ায় কাজ বন্ধ রয়েছে। জুন, ২০১৮ এর মধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে উক্ত মেয়াদকালের মধ্যেই প্যাকেজটির কাজ সম্পন্ন করা অত্যাবশ্যক বলে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক সভাকে জানান। গত ২১/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির সভায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে অনেক নেতিবাচক জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হয় বলে সভাপতি সভাকে অবগত করেন এবং নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের কাজটি বাস্তবায়ন করতে সমর্থ না হলে Penalty আরোপ হতে শুরু করে সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল করতঃ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বাপাউবোর কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিষয়ে কালো তালিকাভুক্তি করা হতে পারে বলে সভাপতি সর্বোচ্চ হুশিয়ারি জারী করে।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। প্রকল্পের মেয়াদকালের মধ্যেই প্যাকেজভুক্ত কাজের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে।

২। আগামী ২ (দুই) সপ্তাহ পর মহাপরিচালক, বাপাউবো সরেজমিনে প্রকল্পটির কাজের সাইট পরিদর্শন করবেন এবং সাইট পরিদর্শনের পূর্বেই কাজ আরম্ভ করে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করতে হবে। নতুবা Penalty আরোপ করে চুক্তি বাতিল করতঃ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বাপাউবোতে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।

২.৩। **প্রকল্পের নাম ঃ**
লক্ষীপুর জেলার অর্ন্তগত রামগতি ও কমলনগর উপজেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)।

ভৌত অঙ্গসমূহ ঃ
নদী তীর সংরক্ষণ- ২.০০ কিঃমিঃ (রামগতির মাছঘাটে ১.০০ কিঃমিঃ ও কমলনগরের মাতব্বরহাটে ১.০০ কিঃমিঃ)
নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ০.২৩৭ কিঃমিঃ (রামগতির মাছঘাটে ০.১১৭ কিঃমিঃ ও কমলনগরের মতিরহাটে ০.১২০ কিঃমিঃ)

কাজ ২ টি বাস্তবায়নের জন্য ০৬/০৬/২০১৬ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্যাকেজদ্বয়ের চুক্তি মূল্য ৩২১২.৫৯ লক্ষ টাকা ও ৪৮১১.৫৫ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজসমূহ আরম্ভের তারিখ ০৬/০৬/২১০৬ এবং সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৪/২০১৮। এযাবত উভয় প্যাকেজে সম্মিলিতভাবে ৫১৩৬.০১ লক্ষ টাকা বিল পরিশোধের মাধ্যমে প্রায় ৬৫.৫০% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের কমলনগর অংশে সিসি ব্লক নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে হলেও অনেক ব্লক ডাম্পিং বাকি রয়েছে। অপরদিকে, রামগতিতে ১,৬৩,৩৫৪ টি জিওব্যাগ ডাম্পিং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ৫০০০ টি জিওব্যাগ ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতির জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জানান যে, জিওব্যাগ ভর্তি করার জন্য 0.9 FM গুণগতমানসম্পন্ন বালি পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় জিওব্যাগের কাজের অগ্রগতি কম। ঠিকাদার সাইটে 0.8 FM গুণগতমান সম্পন্ন বালি আনায় সে বালি ব্যবহারের জন্য সভায় অনুমতি চান। এছাড়াও, গত বছরের এপ্রিল মাসে কমলনগরে সম্পাদিত ৪৭৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে দেবে যায়। উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ অংশে কিভাবে কাজ করা হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং ঠিকাদার উভয়েই সভায় সিদ্ধান্ত চান। সভাপতি আগামী ০১/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উভয়পক্ষকে যৌথভাবে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করে করণীয় নির্ধারণ করার নির্দেশনা দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ
১। চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ সমাপ্ত করতে হবে।
২। আগামী ০১/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প পরিচালক এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উভয়েই সরেজমিনে যৌথভাবে কাজের সাইট পরিদর্শন করবেন এবং কত তারিখের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হবে সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে ঠিকাদারের কাছ থেকে লিখিত অঙ্গীকারনামা আদায় করতে হবে।
৩। সাইট যৌথ ভিজিটকালে উক্ত কাজ সর্বতোভাবে সমাপ্তকরণের জন্য কি করতে হবে এবং কি করা যাবে তা বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ঠিকাদারকে কাজ সম্পাদন করতে হবে।

২.৪। **প্রকল্পের নাম ঃ**
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প।

ভৌত অঙ্গসমূহ ঃ
নদী পুনঃখনন- ১০৩.৩০ কিঃমিঃ (তিতাস নদী- ৯০.৫৭ কিঃমিঃ, পাগলা নদী- ৯.১৫ কিঃমিঃ, এন্ডারসন খাল- ৩.৬০ কিঃমিঃ)

কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ২৮/০২/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ১১৯৪৪.১২ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভের তারিখ ০১/০৩/২০১৭ এবং সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৪/২০২০। এযাবত ৭৮০.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩.৯৭৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী ড্রেজিং করে বাস্তব অগ্রগতি ১০.০০% সাধিত হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পটির আওতায় পাগলা নদীতে ৮.৫০ কিঃমিঃ এবং তিতাস নদীতে ৫.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। তবে এন্ডারসান খালে এখনো ড্রেজিং আরম্ভ হয়নি। চলতি অর্থ-বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আরো ১৫.০০ লক্ষ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করা বাকি রয়েছে। ঠিকাদার তিতাস নদীতে ৬টি এবং পাগলা নদীতে ১টি অর্থাৎ, মোট ৭টি ড্রেজার কাজের সাইটে আনলেও মাত্র ১টি ড্রেজার সচল রয়েছে বলেও প্রকল্প পরিচালক জানান। কাজ আরম্ভের পর প্রায় ১ (এক) বছর সময় অতিবাহিত হলেও মাত্র ১০% বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রকল্পটিকে রুগ্ন প্রকল্প হিসেবে বিশেষায়িত করে বলে সভাপতি অভিমত পোষণ করেন। এমতাবস্থায়, সভাপতি চলতি অর্থ-বছরের মধ্যেই প্রকল্পের অন্ততঃ ৪৫% ড্রেজিং কাজ শেষ করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেন। অন্যথায় Penalty আরোপ সহ চুক্তি বাতিলের পদক্ষেপ নেয়া হতে পারে বলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে দেন।

সিদ্ধান্তঃ
১। জুন, ২০১৮ এর মধ্যে প্রকল্পটির ন্যূনতম ৪৫% ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২। এন্ডারসন খালে যথাদ্রুত ড্রেজিং আরম্ভ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হবে।
৩। ৪৫% অগ্রগতি জুন, ২০১৮ এর মধ্যে অর্জনে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হলে Penalty আরোপসহ চুক্তি বাতিলের মতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হবে।
৪। প্রকল্পে সাব-কন্ট্রাক্টর তথা ড্রেজার সংখ্যা বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করে দেয়ার জন্য এখন থেকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

২.৫। **প্রকল্পের নাম ঃ**

কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের আওতায় সদর উপজেলার খুরুশকুল মৌজায় (মহেশখালী চ্যানেল ও বাকখালী নদীর পাড়ে) পুনর্বাসন প্রকল্প।

ভৌত অঙ্গসমূহ ঃ

জমিতে মাটি ভরাট- ২৫৩.৩৫ একর
স্লোপ প্রোটেকশনসহ বাঁধ নির্মাণ- ৩.৮৭৪ কিঃমিঃ
খাল খনন- ৩.৩০ কিঃমিঃ
রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি

কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ৩০/১০/২০১৬ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ১৯১৭০.০০ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভের তারিখ ০১/১১/২০১৬ এবং সমাপ্তির তারিখ ২৫/০৬/২০১৮। এযাবত ৬৭৫৪.৭৮ লক্ষ টাকা বিল পরিশোধের মাধ্যমে ৪৭.০০% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পরিচালিত আশ্রায়ন-২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সভাপতি জানান যে, প্রকল্পের বাপাউবো অংশের কার্যক্রম সমাপ্তির পর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আরো ৫টি সরকারী সংস্থা তাদের কাজ সম্পাদনের সুযোগ পাবে। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের সার্বিক বিলম্বের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহ বাপাউবো-কেই দায়ী করে বলে তিনি জানান। এর প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সভার অবগতির জন্য জানান যে, ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক, প্রশাসন দুইবার সরেজমিনে প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত না হলে প্রকল্পের কাজ বিলম্বে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আরো জানান যে, ডিসেম্বর, ২০১৭ মাস হতে পাথর সংকটের কারণে সিসি ব্লক নির্মাণ ব্যাহত হচ্ছে। সাইটে এখন পাথরের মজুদ নেই। মার্চ, ২০১৮ মাসের পর হতে ব্লক পিচিং করার মতো পরিবেশ থাকার সম্ভাবনা খুব কম বিধায় এখনি ব্লক নির্মাণ করার উপর তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেন। বিস্তারিত আলোচনায় পাথর সংকটের বিষয়টি সভাপতির নিকট ঠিকাদার কর্তৃক অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় সৃষ্ট কৃত্রিম সংকট বলে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায়, জুন, ২০১৮ এর মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করে দেবার ব্যাপারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হতে লিখিত অঙ্গীকারনামা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ আগামী জুন, ২০১৮ মাসের মধ্যে প্রকল্পটির সকল কাজ শেষ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা অঙ্গীকারনামা আকারে বাপাউবো'র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বরাবর দাখিল করবেন।

২। বাপাউবো মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অঙ্গীকারনামাটি প্রেরণ করবে। নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্তি করতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হলে অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী দায় নির্ধারণ হবে এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। ঠিকাদার কর্তৃক প্রদানকৃত আশ্বাস মোতাবেক ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে সাইটে পাথর এনে পুরোদমে সিসি ব্লক নির্মাণ কাজ আরম্ভ করতে হবে।

২.৬। **প্রকল্পের নাম ঃ**

কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প।

ভৌত অঙ্গসমূহ ঃ

বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৩.৫০৮ কিঃমিঃ
প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.১৪৬ কিঃমিঃ

কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ১০/১০/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ১৫৬৯৯.০০ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভের তারিখ ১১/১০/২০১৭ এবং সমাপ্তির তারিখ ৩১/১০/২০১৮। এযাবত প্রকল্পটির মাত্র ৪.০০% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী জানান যে, প্রকল্পটির উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি খুব সন্তোষজনক হলেও ডিপিএম পদ্ধতিতে বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। কুতুবদিয়াতে কাজ শুরু হলেও মাতারবাড়িতে এখনো কাজ শুরু হয়নি। চলতি অর্থ-বছরে ডিপিএম কাজসমূহের ৩৫-৪০% বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বর্তমানে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বিরাজকালীন সময়েও কার্যসাইটে পর্যাপ্ত নির্মাণ সামগ্রীর মোবিলাইজেশন নেই। সাইটে সিসি ব্লক নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত পাথরের মজুদ নেই এবং বাঁধ compaction এর জন্যেও মাত্র ২টি chain dozer সাইটে আনা হয়েছে বলেও তিনি জানান। ৫,০০,০০০ টি সিসি ব্লক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ৩০০০ টি তৈরি করা হয়েছে। সভাপতি বাঁধের মাটি full compaction না করা পর্যন্ত ঠিকাদারকে কাজের বিল প্রদান না করার জন্য নির্দেশনা দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ঠিকাদার কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন করতে না পারলে চুক্তির শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। বাঁধের মাটি full compaction না করা পর্যন্ত ঠিকাদারকে কাজের বিল প্রদান করা যাবে না ।

২.৭। প্রকল্পের নাম ঃ

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার নং-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প।

ভৌত অঙ্গসমূহ ঃ

বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ২.৬৪৫ কিঃমিঃ
বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ২.৬৪৫ কিঃমিঃ

কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ০৩/১০/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ১০৪৯৭.০০ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভের তারিখ ০৩/১০/২০১৭ এবং সমাপ্তির তারিখ ০৭/০৬/২০১৯। এযাবত ১৭০৮.৯০ লক্ষ টাকা বিল পরিশোধের মাধ্যমে ১৭.০০% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

২০১৭ সালের বন্যায় টেকনাফ হতে শাহপরীর দ্বীপের মধ্যবর্তী বিদ্যমান উপকূলীয় বাঁধের প্রায় ২২০ মিটার সামুদ্রিক ঢেউ এর আঘাতে বিলীন হয়ে যায়। এর ফলে বাঁধের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করে শাহপরীর দ্বীপের সাথে টেকনাফের সড়ক যোগাযোগের প্রায় ৫.০০ কিঃমিঃ রাস্তা ব্রীজসহ বন্যার পানির আঘাতে বিলীন হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান যে, ঠিকাদারের দক্ষ জনবল এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে প্রায় ৩২০ মিটার দৈর্ঘ্যের ব্রীচটি ক্লোজ করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, ঠিকাদারের কাজের মান বেশ ভালো এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ বাস্তবায়নের ব্যাপারে ঠিকাদারের সদিচ্ছা আছে। এমতাবস্থায়, নির্ধারিত সময়েই প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। যথাযথভাবে ব্রীচ ক্লোজ করার জন্য সভাপতি ঠিকাদারকে বাপাউবো'র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

২.৮। প্রকল্পের নাম ঃ

কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প।

ভৌত অঙ্গসমূহ ঃ

বাঁকখালী নদী ড্রেজিং- ২৮.৫০০ কিঃমিঃ
নদী তীর সংরক্ষণ-১.৮০০ কিঃমিঃ
বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৩৮.০০ কিঃমিঃ
১-ভেন্ট পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ- ৭টি
২-ভেন্ট পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ- ১টি
ড্রেনেজ/পানি সংরক্ষণ খাল পুনঃখনন- ১২.০০ কিঃমিঃ
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ৮০০ মিঃ

কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ১৪/১১/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ১৫০৬০.০০ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভের তারিখ ১৪/১১/২০১৭ এবং সমাপ্তির তারিখ ১৪/০৬/২০১৯। এযাবত প্রকল্পটির মাত্র ৪.০০% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির কাজ আরম্ভের জন্য মোবিলাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে। বাঁকখালী নদী ড্রেজিং এর জন্য প্রি-ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণও সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কাজ সবে শুরু হয়েছে বলে তিনি সভাকে জানান। সভাপতি ঠিকাদারের কাছ থেকে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Time Schedule) গ্রহণ করতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাজ বাস্তবায়নের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Time Schedule) গ্রহণ করে তদানুযায়ী কাজের অগ্রগতি তদারকি করতে হবে।

২। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের মেয়াদকালের মধ্যেই কাজসমূহ সম্পন্ন করবেন।

২.৯। **প্রকল্পের নাম ঃ**

পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প।

ভৌত অঙ্গসমূহ ঃ

করতোয়া নদী ড্রেজিং- ৫.০০০ কিঃমিঃ
নদী তীর সংরক্ষণ-১.৮০০ কিঃমিঃ

কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ২৫/০১/২০১৮ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ৯৩৪.৩১ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভের তারিখ ০১/০২/২০১৮ এবং সমাপ্তির তারিখ ৩১/০৫/২০১৯।

সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে, ০১/০২/২০১৮ তারিখ হতে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হবে। ৫.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে করতোয়া নদী ড্রেজিং এর জন্য বর্তমানে প্রি-ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি ঠিকাদারের কাছ থেকে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Time Schedule) গ্রহণ করতঃ নির্ধারিত সময়েই ড্রেজিং কাজটি সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের জন্য সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Time Schedule) গ্রহণ করতে হবে।

২। ড্রেজিং কাজের দৈর্ঘ্য কম বিধায় যথাদ্রুত তা সম্পন্ন করতে হবে।

২.১০। **প্রকল্পের নাম ঃ**

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্ণিবাড়ী হতে চন্দনবাইশ পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজ সহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প।

ভৌত অঙ্গসমূহঃ

নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯০০ কিঃমিঃ

কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ১২/০৪/২০১৬ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ২৬৩১৮.৮৩ লক্ষ টাকা। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ১৭/০৪/২০১৬ এবং সমাপ্তির তারিখ ২০/০৬/২০১৮। এযাবত ১৩৯৪২.০০ লক্ষ টাকা বিল পরিশোধের মাধ্যমে কাজটির ৬২.৬৫% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত হবে বিধায় চলতি অর্থ-বছরেই কাজটি সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক জানান। প্রকল্পে জিওব্যাগ ডাম্পিং এবং সিসি ব্লক নির্মাণের অগ্রগতি সন্তোষজনক থাকলেও বর্তমানে লেবার সংকটের কারণে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে বলে তিনি জানান। বিগত অর্থ-বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঠিকাদার কাজ বাস্তবায়ন না করায় প্রায় ৩০০ মিটার দৈর্ঘ্যে সম্পাদিত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ অংশের মেরামতের কাজকে অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্পের ১ম আরডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। সভাপতি বলেন যে, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধা জেলায় যমুনা নদীর তীরে গুণগত মান ঠিক রেখে দ্রুত কাজ বাস্তবায়ন পারদর্শী অনেক ভালো কিছু ঠিকাদার বাপাউবো বিগত বছরসমূহে তৈরি করেছে এবং ডিপিএম পদ্ধতিতে না করে তাদের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হলে বিগত অর্থ-বছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বা আরো বেশি কাজ তাদের মাধ্যমে সম্পাদন করানো যেতো এবং নির্ধারিত সময়ে নিশ্চিতভাবে প্রকল্পের নদী তীর সংরক্ষণ কাজ শেষ করা যেতো। এতে বিগত বন্যায় সম্পাদিত কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হবার আশংকা থাকতো না এবং চলতি অর্থ-বছরে আরডিপিপি প্রণয়ন করে উদ্ভূত মেরামতের কাজের ব্যয়ের সংস্থানের প্রয়োজন পড়তো না। সভাপতি জুন, ২০১৮ এর মধ্যে প্যাকেজটির কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারকে আল্টিমেটাম দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আবশ্যিকভাবে জুন, ২০১৮ এর মধ্যে প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত করবেন।

২। প্রকল্পের ১ম আরডিপিপি যথাদ্রুত অনুমোদন এবং অনুমোদন পরবর্তীকালে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিসিজিপি'র অনুমোদন নিয়ে ডিপিএম কাজের চুক্তিটি সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২.১১। **প্রকল্পের নাম ঃ**

ফরিদপুর জেলাধীন আলফাডাঙ্গা উপজেলায় দিগনগর/পবনবেগ এলাকায় মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প।

ভৌত অঙ্গসমূহঃ

নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫৬৫ কিঃমিঃ
নদী ড্রেজিং- ০.৫০০ কিঃমিঃ

কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ০৩/১০/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তিমূল্য ১৮২৬.০০ লক্ষ টাকা। ক. অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ ০৩/১০/২০১৭ এবং সমাপ্তির তারিখ ৩১/০৫/২০১৮। এযাবত ৭০.০০ লক্ষ টাকা বিং পরিশোধের মাধ্যমে কাজটির ১০.৫০% বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রকল্পটি জুন, ২০১৮ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। সে প্রেক্ষিতে চলতি অর্থ-বছরেই কাজটির বাস্তবায়ন শেষ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, প্রকল্পে ১,১৩,০০০ টি সিসি ব্লক তৈরির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এযাবত ২৭,০০০ টি ব্লক তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও, বিগত ১৪ দিন ধরে সাইটে কাজ বন্ধ আছে বলেও তিনি জানান। সভাপতি জানান যে, যে ঠিকাদার এক বছরে ০.৫৬৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পাদনের সক্ষমতা রাখে না, তাদের মাধ্যমে কাজের বাস্তবায়ন না করে বরং ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা উচিত। সভাপতি আগামী মার্চ, ২০১৮ মাসের মধ্যে সিসি ব্লক তৈরি সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। আগামী ৭ দিনের মধ্যে সাইটে পুরোদমে কাজ শুরু করতে হবে।

২। মার্চ, ২০১৮ মাসের মধ্যে প্রকল্পের সকল সিসি ব্লক তৈরি সম্পন্ন করতে হবে।

৩। চলতি অর্থ-বছরে কাজ শেষ করতে না পারলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বাপাউবো'র কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।

২.১২। **প্রকল্পের নাম ঃ**

কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প।

ভৌত অঙ্গসমূহঃ

নদী পুনঃখনন- ৯২.২১ কিঃমিঃ
নদী ড্রেজিং- ৫৪.৫১ কিঃমিঃ
৬-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি
আরসিসি পাকা ঘাট ও পোশাক পরিবর্তনের ঘর- ৬১টি

১০/০১/২০১৮ তারিখে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়। ঠিকাদার ২৩/০১/২০১৮ তারিখে Performance Guarantee দাখিল করে, যার verification নিশ্চিত করা হয়েছে। শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষর করে কাজের বাস্তবায়ন আরম্ভ হবে। দ্রুত কাজ আরম্ভের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় মহোদয়ের জোর তাগিদ রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী জানান। সভাপতি ঠিকাদারকে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর সাথে বৈঠক করে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে মোতাবেক কাজ বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

১। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর সাথে বৈঠক করে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Time Schedule) প্রণয়ন করবেন এবং সে মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন।

২। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে প্রকল্পে অধিক সংখ্যক ড্রেজার ও এক্সকাভেটর নিয়োজিত করতে হবে।

২.১৩। এছাড়াও, "যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা" এবং "দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের কাজ ডিপিএম পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের বিষয়ে সিসিইএ সভায় অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর সাথে উভয় প্রকল্পেরই দর নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে, গাইবান্ধা জেলার প্রকল্পটির কাজ আরম্ভের বিষয়ে জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়ের তাগাদা রয়েছে। সভাপতি চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হলে উভয় প্রকল্পের ক্ষেত্রেই সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Time Schedule) প্রণয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেন।

৩। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ উভয়েই সরকারী সংস্থা। বাপাউবো হতে ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ কাজ নিয়ে সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগের মাধ্যমে কাজের বাস্তবায়ন করে থাকে, যদিও বাপাউবো'র সাথে স্বাক্ষরিত ডিপিএম কাজের চুক্তিতে সাব-কন্ট্রাক্টর সংক্রান্ত সকল তথ্যই উহ্য রাখা হয়। এভাবেই কাজ নিতে নিতে বর্তমানে বাপাউবো'র ১৩ টি প্রকল্পের কাজ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ কর্তৃক বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সামগ্রিক আলোচনা শেষে বাপাউবো সর্বসম্মতভাবে নিম্নরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর কাছে প্রস্তাব করছে ঃ

১। ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ অতিরিক্ত পরিমাণে কাজ ডিপিএম পদ্ধতিতে না নিয়ে বরং যে পরিমাণ কাজ আদতেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুণগত মান রক্ষা করে বাস্তবায়ন করতে পারবে বলে মনে করে, তার জন্য প্রচেষ্টা করাটাই তাদের জন্য শ্রেয়।

২। কোন কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাপাউবো'র নির্ধারিত দর বাস্তবায়নযোগ্য বলে প্রতীয়মান না হলে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর ডিপিএম পদ্ধতিতে সে কাজ না নেয়াটাই শ্রেয়। দর নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে দর চূড়ান্তকরণের পর চুক্তির মেয়াদকালের মধ্যে দর সম্পর্কিত কোন প্রকার দাবী/ অজুহাত/ পুনঃবিবেচনা আবেদন করার কোন প্রকার সুযোগ নেই।

৩। ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ সাব-কন্ট্রাক্টরের পূর্ববর্তী সম্পাদিত কাজসমূহের রেকর্ড ঘেটে প্রয়োজনে বাপাউবো'র মতামত গ্রহণ করে সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে সাব-কন্ট্রাক্টরের প্রোফাইল (আর্থিক সক্ষমতা, অভিজ্ঞতার প্রমাণক, জনবল ও নির্মাণ যন্ত্রাংশের দিক থেকে সক্ষমতার প্রমাণক প্রভৃতি) বাপাউবোর'র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বরাবর দাখিল করবেন। প্রকল্প পরিচালক তা যাচাই করে সাব-কন্ট্রাক্টর নিয়োগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন।

৪। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার জন্য এক প্যাকেজের কাজ অঙ্গভিত্তিক গ্রুপ করে বা এক অঙ্গের কাজের প্যাকেজ হলে একাধিক ওয়ার্ক গ্রুপ করে একাধিক সাব-কন্ট্রক্টর নিয়োগ করে কাজের বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৫। কোন সাব-কন্ট্রক্টরের কাজের চুক্তি ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ terminate করলে বা কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান না হলে বাপাউবো সে সাব-কন্ট্রাক্টর তথা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করার অধিকার রাখবে। সে প্রেক্ষিতে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এ পর্যন্ত সে সকল সাব-কন্ট্রাক্টরের সাথে কাজের চুক্তি বাতিল করেছে তা লিখিতভাবে বোর্ডকে অবহিত করবে।

৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজের বাস্তবায়ন করতে না পারলে বা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আনুপাতিক অগ্রগতি অর্জন করতে না পারলে বাপাউবো এখন থেকে Penalty আরোপ করে আদায় করবে।

৭। প্রত্যেক কাজের সাইটের জন্য ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ এর প্রকল্পওয়ারী একজন করে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন সিনিয়র কর্মকর্তা প্রতিনিধিকে দায়িত্ব দিতে হবে।

৪। **বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কাজের গুণগত মান এবং বাস্তবায়নকালে সাথে আপস না করার মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই তা ডিপিএম পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। সঠিক সময়ে সার্বিক কাজটি যথাযথভাবে করতে না পারলে পুরো কাজই বন্যায়/দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং এতে জনদূর্ভোগের পাশাপাশি সরকারী কাজের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায়, যথাসময়ে কাজের বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে সমূহ ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার বাপাউবো'র পাশাপাশি তার উন্নয়ন সহযোগী ডিপিএম কাজ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের উপরও বর্তায়। বর্তমানে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন কাজ এবং ডিপিএম কাজের মধ্যে গুণগতমান এবং নির্ধারিত সময়ে কাজের বাস্তবায়নে সক্ষমতা বিষয়ে পারস্পরিক তুলনামূলক প্রশ্ন পূর্বেকার যে কোন সময় অপেক্ষা অনেক বেশি উচ্চারিত হচ্ছে। আবার, একজন মাত্র পুরকৌশল বিষয়ে কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা সম্বলিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ডিপিএম পদ্ধতিতে পানি সম্পদ সেক্টরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ১৩টি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করানোটাও বাপাউবো-কে আরো বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন করে। চলতি বছরে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বহুগুণে গতি সঞ্চারের বিষয়ে জনপ্রতিনিধিগণের তাগাদা রয়েছে। সভাপতি গুণগতমান ঠিক রেখে সময়মতো কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল নেতিবাচক প্রশ্নের জবাব প্রদানের পাশাপাশি জনপ্রত্যাশামাফিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।**

আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১১/০২/২০১৮

(মোঃ মাহফুজুর রহমান)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

স্মারক নং ঃ- ৭৭/পিএস/ওঃমঃ-৪১/২০১৫ তারিখ ঃ ১১-০২-২০১৮ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১-৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন/পূর্ব রিজিওন/পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
৫। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকা।
৬-১৪। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ পশ্চিমাঞ্চল/ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/ পূর্বাঞ্চল/ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল / উত্তরাঞ্চল/ উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/ ফরিদপুর/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ রাজশাহী/ রংপুর/ সিলেট/ খুলনা/ বরিশাল।
১৫। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বাপাউবো, ঢাকা। বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে কার্যবিবরণীটি প্রকাশের অনুরোধ জানানো হলো।

(মোঃ নুরুল আমিন)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/পরিচালক
বাপাউবো, ঢাকা।